তথ্যপঞ্জি: স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ট্রিপস সময়সীমা সম্প্রসারণ

স্বাস্থ্য, উন্নয়ন, শি¶া এবং পরিবশেগত উন্নয়ন নিশ্চিত করার ল¶্য

সম্প্রতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোর পড়্গা থেকে হাইতি ট্রিপস (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) কাউন্সিলের কাছে স্বল্পোন্নত দেশে এই চুক্তি বাস্ত্মবায়নের ব্যাপারে প্রদানকৃত ছাড়ের সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ করেছে। ট্রিপস চুক্তি মেধাস্বত্ব সংর¶ণের মানদন্ড নির্ধারণ করে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় আইনে এর আবশ্যিক বাস্ত্মবায়নের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। এই চুক্তিটি স্বাড়্গরিত হওয়ার সময়ই উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য একটি বিশেষ ক্রান্তিকাল নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এই ছাড়ের সময়সীমা ২০০৫ সালেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২০০৫ সালে এটি ২০১৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত্ম বাড়ানো হয়, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়। হাইতির প্রস্ত্মাবে একটি স্বল্পোন্নত দেশ সামগ্রিকভাবে 'স্বল্পোন্নত' অবস্থা অতিক্রম করা পর্যন্ত্ম এই সময়সীমা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, আগামী
জুন ২০১৩ জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য ট্রিপস কাউন্সিলের সভায় এই চুক্তি চূড়ান্ত্ম হবার কথা।

এই প্রেড়্গাপটে, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বোঝা এবং আন্ত্মর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের দাবি তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ ও টার্মগুলোর অর্থ বোঝার জন্য এই তথ্যপঞ্জিটি তৈরি করা হলো।

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি)

স্বল্পোন্নত দেশ (Least Developed Country) হলো পৃথিবীর বিপন্নতম ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত্ম দেশসমূহ। জাতিসংঘ বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে দেশগুলোকে উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছে। সূচকগুলো হচ্ছে: সর্বনিম্ন আয় (মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,১৯০ ডলার), স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সাড়্গরতার ড়্গেত্রে নিম্ন মানব উন্নয়ন সূচক ও অর্থনৈতিক বিপন্নতা। হাইতি, বাংলাদেশ এবং জাম্বিয়া প্রভৃতি দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার আটভাগের একভাগ বা ৮৮ কোটি মানুষের বাস এসব দেশে হলেও, বিশ্বের মোট জিডিপি'র মাত্র ০.৯%-এর উপরই এরা নির্ভরশীল।

ট্রিপস চুক্তির ছাড়কৃত সময়সীমার উদ্দেশ্য ছিল, স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে মেধাস্বত্ব আইনের খড়গ থেকে রড়্গা করা। এদের উপর বোঝা স্বরূপ চাপিয়ে দেয়া মেধাস্বত্ব আইনের মনোপলি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দরকার অব্যাহত সহযোগিতা, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি হস্ত্মান্ত্মর, যাতে তারা স্বল্পোন্নত অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারে (যেমন, বতসোয়ানা ও কেপ ভার্দে বের হয়ে এসেছে)। বৈশ্বিক লড়্গ্য হচ্ছে, আগামী ১০ বছরে অন্ত্মত অর্ধেক সংখ্যক স্বল্পোন্নত দেশকে এই শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ করা।

ট্রিপস এবং স্বল্পোন্নত দেশ

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মেধাস্বত্ব সুরড়্গা আইন গ্রহণ করার মানে হলো, এই দেশগুলো আর বিনামুল্যে কোনও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি স্বত্বাধিকারীর অনুমোদন ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে না। উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগ দিতে রাজি হয়েছিল, কারণ তারা বিশেষ ও পৃথক ব্যবস্থা (Special and Differentiated Treatment)'র প্রতিশ্রম্নতি দিয়েছিল যার মধ্যে অন্ত্মর্ভুক্ত ছিল, ট্রিপস চুক্তির আওতায় ধনী দেশগুলো ক্রমবর্ধমান হারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি হস্ত্মান্ত্মর বৃদ্ধি করবে। ট্রিপস চুক্তির ৬৬.১ ধারায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য প্রাথমিকভাবে ১০ বছরের জন্য চুক্তি বাস্ত্মবায়নে শিথিলতা প্রদান করা হয়। সেখানে আরো বলা হয়, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য অনুরোধ সাপেড়্গে এই ছাড় পরে আরও বাড়ানো যেতে পারে। ধারা ৬৬.২ অনুযায়ী, ধনী দেশগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে, উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি অর্জনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহায়তা করা। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, ধনী দেশগুলো তাদের এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি।

২০০২ সালে, "ট্রিপস এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক দোহা ঘোষণা"র ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য শিথিলতা সম্প্রসারণ করে বলা হয়, এই দেশগুলো জানুয়ারি ২০১৬ সাল পর্যন্ত্ম ঔষধ উৎপাদনের ড়্গেত্রে মেধাস্বত্ব ও পেটেন্ট প্রদানে বাধ্য হবে না। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ট্রিপস চুক্তি বাস্ত্মবায়নের প্রভাব নেতিবাচক হবে বিবেচনা করে, এটি বাস্ত্মবায়নের ব্যাপারে ২০০৫ সালে তাদের জন্য একটি শিথিলতার মেয়াদ বর্ধিত করা হয় ***২০১৩ জুন*** পর্যন্ত্ম। এই শিথিলতার মেয়াদ আরও বাড়ানো না হলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোও ট্রিপস চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্ত্মবায়ন করতে বাধ্য হবে (শুধু ঔষধ শিল্পের জন্য আর কয়েক বছর সময় তারা পাবে)। এই বাধ্যবাধকতার স্বল্প ও দীর্ঘময়োদী প্রভাব দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য ড়্গতিকর হয়ে দাঁড়াবে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নতুন অনুরোধ

২০১২ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ট্রিপস কাউন্সিলের সভায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পড়্গা থেকে একটি প্রস্ত্মাব উত্থাপন করা হয়। যেখানে অনুরোধ করা হয়, স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাদের 'স্বল্পোন্নত' অবস্থা থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত্ম যেন তাদেরকে ট্রিপস চুক্তি বাস্ত্মবায়নের বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়। যদি এই অনুরোধ রাখা হয়, তাহলে এর মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাদের দেশে বিদ্যমান ও ইতিমধ্যে বাস্ত্মবায়নকৃত সকল মেধাস্বত্ব আইন বাতিল বা সংস্কারের সুযোগ পাবে, বিশেষ করে, যেসব দেশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে এ ধরনের আইন পালন করে আসছে এবং যা তাদের উন্নয়নকে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত্ম করছে। এই শিথিলতা মেনে নেয়া হলে ঔষধ শিল্পের জন্য নির্ধারিত শিথিলতাও এর আওতায় পড়বে।

ধনী দেশগুলো এখনও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর এই অনুরোধের ব্যাপারে তাদের কোনও অবস্থান প্রকাশ করেনি। যদিও লড়্গণ দেখে অনেকটাই বোঝা যাচ্ছে, কিছু ধনী দেশ এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে অথবা তার বিনিময়ে কঠিন কোনও শর্ত আরোপ করবে কিংবা খুবই সীমিত একটা সময়সীমা বেঁধে দেবে। বিশ্বের নানা প্রান্ত্মের সুশীল সমাজ সংগঠন, যেমন অক্সফাম, হেলথ গ্যাপ, ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস, নলেজ ইকোলজি ইন্টারন্যাশনাল, পাবলিক সিটিজেন এবং থার্ড ওয়ার্ল্ড †bUIqvK wek ewYR¨ ms¯'vi m`m¨‡`i K‡Q

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর এই অনুরোধ অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছে।

এ বিষয়ে কিছু গুরম্নত্বপুর্ণ ইস্যু

সাশ্রয়ী মুল্যের ঔষধে প্রবেশাধিকার

অবস্থানগত কারণে স্বাভাবিকভাবেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ব্যাপক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা যায়। উচ্চ হারের এইচআইভি, ম্যালেরিয়া সংক্রমণ, দেশের দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের ব্যাপক স্বল্পতা এর মধ্যে অন্যতম। ট্রিপস বিষয়ক আইন এবং এর চেয়েও নেতিবাচক চুক্তিসমূহ (যেমন ট্রিপস পস্নাস)-এর বাস্তবায়নের ফল হিসাবে পেটেন্ট প্রদান করার কারণে ঔষধের মুল্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। ফলে, জীবন রড়্গাকারী ঔষধও দরিদ্র মানুষ তথা রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নাগালের বাইরে চলে যাবে। মেধাস্বত্ব সুরড়্গা আইন স্বল্পোন্নত দেশের বিকাশমান শিল্পের ড়্গেত্রেও বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কিছু স্বল্পোন্নত দেশ বিদেশি সহযোগীর সঙ্গে মিলে তাদের ঔষধ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন করার চেষ্টা করছে। যেমন উগান্ডা এবং বাংলাদেশে সাধারণ ঔষধ উৎপাদনকারী একটি ভারতীয় কোম্পানি ‘চিপলা’ মানসম্পন্ন এবং স্বল্প মুল্যের ঔষধ কারখানা স্থাপন করেছে। এ ওষুধ ঐ দেশগুলো নিজেরাও ব্যবহার করতে পারে বা রপ্তানিও করতে পারে। কিন্তু এসব দেশে পেটেন্ট আইন প্রতিষ্ঠিত হলে এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে।

শিড়্গা উপকরণে প্রবেশাধিকার

বিশ্ব জুড়ে সাশ্রয়ী মুল্যে ঔষধের বিষয়টি বহুল আলোচিত হলেও, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য আরও কিছু গুরম্নত্বপূর্ণ পণ্য ও প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার প্রয়োজন। মেধাস্বত্ব আইন এই প্রবেশাধিকার রম্নদ্ধ করে দেয়। যেমন, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ছাত্রছাত্রীদের সুলভ মুল্যে শিড়্গা উপকরণ প্রয়োজন। কিন্তু প্রকাশকদের কপিরাইট এই প্রাপ্তির পথে নিয়মিত বাধা সৃষ্টি করে থাকে। এইসব দেশের গবেষকদের নিরন্তর দরকার স্থানীয় অপূর্ণ চাহিদা পুরণে নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তথ্য। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরম্নত্বপূর্ণ হলো বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, টেক্সট বই এবং হালনাগাদ জার্নাল। অথচ কপিরাইটই হচ্ছে এগুলোতে প্রবেশাধিকার ও ক্রয়সাধ্যের পথে একমাত্র বাধা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিজ্ঞানের অনেক গুরম্নত্বপূর্ণ জার্নাল আছে যেগুলো কেনার সামর্থ্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির নাই।

কৃষিপণ্যে প্রবেশাধিকার

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কৃষিব্যবস্থার প্রাণ হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক, যারা মেধাস্বত্ব সংরড়্গিত বীজ ও জাতের মুল্য দিতে সড়্গম না হওয়ায় ঐতিহ্যবাহী কৃষির চর্চা অবাধে চালিয়ে যেতে পারছে না। বিভিন্ন উদ্ভিদের জাত সংরড়্গণের ড়্গেত্রে মেধাস্বত্ব আইনের প্রয়োগ কৃষির উপকরণে সহজ প্রবেশাধিকারে বাধার সৃষ্টি করবে, কৃষি-জীববৈচিত্র খর্ব করবে, যা প্রকারান্তরে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে।

সবুজ প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার

বেশিরভাগ যুগান্তকারী প্রযুক্তি, যেগুলো জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে সহায়তা করে, সেগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে সহজলভ্য নয়। এই প্রযুক্তির অনেকগুলোই সীমিত সম্পদ ও স্থানীয় পরিবেশে ব্যবহার উপযোগী করে তৈরি করা হয়নি। কিন্তু স্থানীয় কোম্পানি বা অলাভজনক কোনও প্রতিষ্ঠান যখন প্রযুক্তিটি যেখানে সবচেয়ে বেশি দরকার সেখানে স্থানীয়ভাবে ব্যবহার উপযোগী করার উদ্যোগ নেয়, তখন পেটেন্ট আইন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কার্যকরভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ড়্গতিগ্রস্থ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য প্রয়োজন দ্রম্নত এসব প্রযুক্তিতে সাশ্রয়ী প্রবেশাধিকার। এবং এড়্গেত্রে মেধাস্বত্বের বাধা দূর করতে তাদের প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কারের স্বাধীনতা থাকা উচিত।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ করছে ট্রিপস

অনেক অর্থনীতিবিদই চাপিয়ে দেয়া ট্রিপস কিভাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে সে বিষয়ে বিভিন্ন প্রমাণ তুলে ধরেছেন। আজকের ধনী দেশগুলো কিন্তু অতীতে তাদের বিকাশের সময় মেধাস্বত্বের কোনওরকম তোয়াক্কা না করে অন্যের প্রযুক্তি বা অভিজ্ঞতা নকল করেই আজকের অবস্থানে এসেছে। মেধাস্বত্ব আইনকে বিনিয়োগ এবং গবেষণা ও উন্নয়নে সত্যিকার ভূমিকা রাখতে হলে সবার আগে দরকার একটি জ্ঞান ও কারিগরী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা, এবং একটি কার্যকর বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। এ অবস্থা বেশিরভাগ স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ধনী দেশগুলো যেভাবে উন্নতি করেছে, ঠিক সেভাবে উন্নতি করার জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নিজের দেশে প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের স্বাধীনতা থাকতে হবে।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কি এখন মেধাস্বত্ব আইন নেই?

অনেক স্বল্পোন্নত দেশই ট্রিপস চুক্তির অংশবিশেষ স্বেচ্ছায় বাস্তবায়ন করছে, কিছু দেশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে চলে আসা আইন চালিয়ে যাচ্ছে, আর কিছু দেশ নিজস্ব বিবেচনা থেকে আইন করে নিয়েছে। শিথিলতার অর্থ হচ্ছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে তাদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী কোনও মেধাস্বত্ব বিধান প্রণয়ন করার স্বাধীনতা দেয়া। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে তাৎড়্গণিকভাবে সম্পূর্ণ ট্রিপস ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য চাপ প্রয়োগ করা উচিৎ নয়। উন্নয়নের জন্য উপযোগী অগ্রাধিকার নির্ধারণের সুযোগ তাদের দিতে হবে। তাদেরকে বিদ্যমান কোনও মেধাস্বত্ব আইন চালিয়ে যাওয়ার জন্যও চাপ দেওয়া উচিত না, যা তাদের উন্নয়নে বাধাস্বরূপ বলে ইতিমধ্যে প্রমাণিত- অথচ ঠিক এটাই ধনী দেশগুলো দাবি করেছিল ২০০৬ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত শিথিলতা সম্প্রসারণের বিনিময়ে।

ট্রিপস মানদË অনুযায়ী মেধাস্বত্ব বিধানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ব্যয়বহুল হবে

ট্রিপস বাস্তবায়নের প্রাথমিক ব্যয় দাঁড়াবে আড়াই লাখ থেকে দশ লাখ মার্কিন ডলার। সেই সাথে বার্ষিক ব্যয় যুক্ত হবে আরো দশ লাখ মার্কিন ডলার। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সম্পদ খুবই সীমিত, কাজেই তার যথাযোগ্য ব্যবহার তাদের নিশ্চিত করতে হবে, যা তাদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। যেমন, উপরোক্ত ব্যয়ের বদলে তাদের জন্য বেশি ফলপ্রসূ হবে যদি তারা ঐ সম্পদ দিয়ে নিজের দেশে কিছু জরম্নরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যেমন: ঔষধের মান ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ বা শিড়্গা ব্যবস্থার উন্নয়ন।

সূ: Fact Sheet: Extending the TRIPS Waiver for Least Developed Countries